বাংলায় নবযুগ

ইউনিট ১১

ভূমিকা

আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে রক্তক্ষয়ী ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি:) প্রভাব এসে পড়ে এ অঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এ সময়ে বাংলার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরাই বাংলায় 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূচনা করেন। এই সময়ে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। বাংলার সর্ব ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা, যা ইঙ্গিত করে এক নবযুগের। এই নবযুগের জন্ম দিয়েছিলেন বাংলার একদল শিক্ষিত তরুণ যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্রবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হতে থাকে। নবজাগরণের প্রভাবেই দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাঙালিকে তথা ভারতীয়দের স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ ঃ নবজাগরণ ও রাজা রামমোহন রায়
পাঠ-১১.২ ঃ ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
পাঠ-১১.৩ ঃ নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী
পাঠ-১১.৪ ঃ বেগম রোকেয়া

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-১১.১ নবজাগরণ ও রাজা রাম মোহন রায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলার 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা ও তাঁর সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রেনেসাঁ, নবজাগরণ, স্বাতন্ত্রবোধ, ব্রাহ্মধর্ম, আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসমাজ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, এ্যাংলো হিন্দু কলেজ, মাদরাসা শিক্ষা

নবজাগরণ

উনিশ শতকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন কোনো চিন্তা করার, নতুন কোনো আবিষ্কারের যুগ। এই শতকে ইউরোপে যে উদার নৈতিক চিন্তাধারা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ হয়, তার ঢেউ এসে লাগে বাংলাদেশেও। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা হওয়াতে বাঙালিরাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। ফলে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাধারা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির সঙ্গে বাঙালিদেরই প্রথম পরিচয় ঘটে এর কারণে চিন্তাশীল শিক্ষিত বাঙালিরা এই ভাব ধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ফলে প্রচলিত মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা রীতিনীতি বাদ দিয়ে, বাঙালি শিক্ষিত সমাজে দেখা দেয় যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির।

এই সময় বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এই পরিণতিতে জন্ম হয় নতুন মত (ব্রাহ্মধর্ম ও নব হিন্দুবাদ), নতুন শিক্ষা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। এই নতুনের মধ্যেই বাংলায় 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। এ ভাবেই উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলায় প্রথম নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁসের' উদ্ভব ঘটে। ফলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে উঠে আধুনিক চিন্তাচেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালি পরিণত হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারকবাহকে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে আধুনিক মানুষে পরিণত হন। এই নব ভাবধারা প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু সংখ্যক উদারচেতা প্রশাসকেরও অবদান রয়েছে। এরা দেশী ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছেন। হেস্টিংস, এ্যালফিনিস্টোন, ম্যালকম, মনরো, মেটকাফ প্রমুখ ইংরেজ প্রশাসকের অনেকে ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য ভাবধারা, জ্ঞান বিজ্ঞান-দর্শনে উজ্জীবিত করাকে তাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাও আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

রাজা রামমোহন রায়

বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা, ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী রামমোহন, বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সুফি মতবাদে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছেলেন। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী রামমোহন, কিছুকাল তিব্বতে বসবাস করে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'তুহফাত-উল-মোয়াহিদ্দীন' (একেশ্বরবাদ সৌরভ) 'মানাজারাতুল আদিয়ান' (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা)। হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী', 'মিরাত-উল-আখবার' ও 'ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন' নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়

আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮

খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে।

শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষার। এ কারণে তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'এ্যাংলো হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ইংরেজি, দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। এদেশবাসীকে সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদরাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য আবেদন করেন।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই মহাপুরুষ, ভারতীয় নবজাগরণের স্রষ্টা, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজা রামমোহন রায় কী কী করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

আঠারো শতকে ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলায় যে নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁসের' জন্ম হয়, পরবর্তিকালে সেই ভাবধারা সারা ভারতবর্ষে ছাড়িয়ে গড়ে। এর ফলে শুধু বাংলা না সারা ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশাল পরিবর্তন সূচিত হয়। যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব, বাংলার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত বাঙালি সন্তানরা। তাঁদের মধ্যে প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজ, পশ্চাদমুখি শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঙালি সমাজকে আধুনিক যুগের পথে এগিয়ে দেন। তাঁর সময়টাই বাংলার ইতিহাসে নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁসের' যুগ নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এ্যাংলো হিন্দু কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞানমূলক)
- ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- খ) রাজা রামমোহন রায়
- গ) হাজী মুহম্মদ মুহসিন
- ঘ) স্যার সৈয়দ আহমদ

২। রাজা রামমোহন আত্মীয়সভা গঠন করেন কেন? (অনুধাবন)
- ক) পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য
- খ) সামাজিক সংস্কার সাধন কল্পে
- গ) ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের জন্য
- ঘ) জনগণকে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য

৩। রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে কোনটি গ্রহণযোগ্য– (প্রয়োগমূলক)
- ক) ভারতীয় হিন্দুদের আদর্শ
- খ) ভারতীয় নবজাগরণের স্রষ্টা
- গ) ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নেতা
- ঘ) ভারতীয় রাজনীতির প্রাণ পুরুষ

৪। ভারতের আধুনিক পুরুষ হিসেবে নিচের কোন ব্যক্তিত্ব অধিক গ্রহণযোগ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক) রাজা রামমোহন রায়
- খ) হাজী শরীয়ত উল্লাহ
- গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর
- ঘ) মহাত্মা গান্ধী

পাঠ-১১.২ ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	একাডেমি এ্যাসোসিয়েশন, সনাতনপন্থী হিন্দু, গোঁড়াপন্থী খ্রিস্টান, মাইকের মধুসূদন দত্ত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ব্যাকরণ, উপক্রমণিকা, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন, বহুবিবাহ, কন্যাশিশু হত্যা

ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ছিল রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ধারা। দৃঢ়ভাবে সে ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্রবৃন্দ ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের মাধ্যমে। যার নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুইস ডিরোজিও। তিনি তাঁর ছাত্র-অনুসারীদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার শিক্ষা দেন।

'রেনেসাঁস' যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ডিরোজিও তাঁর স্কুল শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মানবতাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই শিক্ষকের আদর্শ ধারণ করে রাখার কারণে হতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ডিরোজিওর অনুসারী ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা দেশবাসীকে বার বার এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। তরুণ সমাজের পুরোনো ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিতে ডিরোজিও কর্তৃক ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'একাডেমি এ্যাসোসিয়েশন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাডেমির তরুণদের এই শিক্ষা দেয়া হয় যে যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান। নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবিত তরুণরা সনাতনপন্থী হিন্দু এবং গোঁড়াপন্থী খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। ডিরোজিও এবং তার ছাত্রদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকাতেও সমাজ, ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক লেখা প্রকাশিত হয়। যে কারণে তারা রক্ষণশীল মহলের আক্রমণের শিকার হতে থাকেন বারবার।

বাংলার 'রেনেসাঁস' যুগের এই প্রতিভাবান তরুণ মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর হাতে গড়া অনুসারী, ছাত্ররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন ব্যনার্জি প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর ছাত্র না হলেও তাঁর আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর অনুসারীদের আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাণ্ডিত্য, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, দয়া ও তেজস্বিতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকের বাঙ্গায় একক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ আর হৃদয় ছিল বাংলার কোমলমতি মায়েদের মতো। এই অসাধারণ যুগ প্রবর্তকের জন্ম হয়েছিল ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তিনি তাঁর তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁর দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। আর হৃদয়ের মমত্ববোধ তাঁর মা ভগবতীদেবীর কাছ থেকে। দারিদ্রের কারণে রাতে বাতি জ্বালিয়ে পড়ার ক্ষমতা ছিল না। ফলে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত

রাস্তার গ্যাস বাতির নিচে বসে পড়াশোনা করতেন। তিনি ইংরেজি সংখ্যা গণনা শিখেছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার সময়, রাস্তার পাশের মাইল ফলকে লেখা সংখ্যার হিসেব গুণতে গুণতে।

অসাধারণ মেধা আর অধ্যাবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়েসে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত, স্মৃতি, অলঙ্কার শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ঐ বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতের দায়িত্ব লাভ করেন। একই সঙ্গে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বও পালন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এ জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়।

শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।

শুধু সাহিত্য নয়, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা তাঁর কীর্তি। তাছাড়া স্কুল পরিদর্শক থাকাকালে গ্রামে গঞ্জে তিনি ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন', এখন এটি বিদ্যাসাগর কলেজ নামে খ্যাত।

তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। উদার ও সংস্কারমনা বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে প্রচলিত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সতীদাহ প্রথা, কন্যা শিশু হত্যাসহ সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহতকারী, মানবতা বিরোধী সব ধরনের অশুভ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন পরিচলনা করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রণয়নে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

বিদ্যাসাগর দান-দাক্ষিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। এ কারণে তাঁকে দয়ার সাগরও বলা হতো। তিনি যথেষ্ট সচ্ছল না হলেও বহু অনাথ ছাত্র তাঁর বাসায় থেকে লেখাপড়া করতো। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরম অর্থকষ্টের সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগরের অর্থে লেখাপড়া করেছেন।

তার মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। মায়ের ইচ্ছায় তিনি গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি একবার ভরা বর্ষায় গভীর রাতে 'দামোদর নদ' সাঁতরিয়ে পার হয়ে বাড়ি যান। এই সমাজ সেবক মহাজ্ঞানী ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ৭১ বছর বয়েসে মৃত্যু বরণ করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• "একদিকে তিনি বিদ্যাসাগর অপর দিকে দয়ার সাগর"-এর অর্থ কী? • বিদ্যাসাগরের শিক্ষা এবং তাঁর মাতৃভক্তির অসাধারণ কাহিনী উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাঙালিদের মধ্যে নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ সৃষ্টিতে যাঁরা অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। একজন সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও জনহিতৈষী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদিকে ছিলেন বিদ্যাসাগর অপর দিকে দয়ার সাগর। তাঁর মানবিক গুণাবলি তাঁর পান্ডিত্যের মতই বাঙালি সমাজে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বাংলার শিক্ষা ও সামাজিক নবজাগরণ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য গুরুত্ববহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হেনরি লুই ডিরোজিওর জন্ম সাল কোনটি? (জ্ঞানমূলক)

ক) ১৭৭৪ খ) ১৮০৯

গ) ১৮২২ ঘ) ১৮৩১

২। ডিরোজিও কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) একুশ খ) বাইশ

গ) তেইশ ঘ) চব্বিশ

৩। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে নিচের কোন নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত?

ক) রাজা রামমোহন রায় খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গ) হেনরী লুই ডিরোজিও ঘ) প্যারিচাদ মিত্র

৪। জনাব প্রদীপ শৈশব অবস্থায় গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নীচে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করতেন। প্রদীপ-এর কাজের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগমূলক)

ক) হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের খ) হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র

গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘ) মুহসিনউদ্দিন দুদু মিয়ার

৫। কর্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে বিষয়ে/কোন বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন?

ক) ধর্মপ্রচারে খ) ধর্মচর্চায়

গ) রাজনৈতিক জ্ঞান অন্বেষণে ঘ) সাহিত্য চর্চায়

৬। স্কুল পরিদর্শক থাকাকালিন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন?

ক) ২০টি খ) ২৩টি

গ) ৩৫টি ঘ) ৩৭টি

৭। ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন কেন? (বহুপদী)

i) মায়ের ইচ্ছার পূর্ণতা দান করতে

ii) পরিবারের চিকিৎসার জন্য

iii) মাতৃভক্তি প্রদর্শন স্বরূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৩ নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নওয়াব আবদুল লতিফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুসলিম নবজাগরণে সৈয়দ আমীর আলীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কলেজিয়ট স্কুল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, লিকন্স ইন, প্রিভি কাউন্সিল, সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন

উনিশ শতক ছিল বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য চরম হতাশার কাল। মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতা করতে গিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বিমুখ হওয়ার কারণে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে দারিদ্রের নিম্নতম ধাপে নেমে আসে। এই অধঃপতিত অবস্থা ও দুর্দিনে যে সব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আসে নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। এবং পরে কোলকাতা মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সরকার তাঁকে প্রথমে খান বাহাদুর পরে নওয়াব এবং নওয়াব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে।

আবদুল লতিফ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন এবং এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তাই তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতা মাদরাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদরাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুহসিন ফান্ডের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ।

সৈয়দ আমীর আলী

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ছিলেন তিনি হলেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করতে চেয়েছেন।

সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের লিঙ্কন্স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। বাংলা তথা ভারতে তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি

পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমীর আলী কোলকাতা মাদরাসায় কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন।

মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রদূত আমীর আলী ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে– *'The spirit of Islam'* এবং *'A Short History of the Saracens'*। এতে ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আধুনিক ভারতের উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সৈয়দ আমীর আলী নারী অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রদূত সৈয়দ আমীর আলী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর ভূমিকা উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ রচনা করে শিক্ষকের কাছে জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমান তথা ভারতীয় মুসলমান জনগোষ্ঠি শিক্ষাদীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে ছিল পশ্চাদপদ। চরম দুর্দশাগ্রস্ত এই জনগোষ্ঠি চলমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড থেকে ছিল দূরে। দুর্দশা কবলিত পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজকে সহযোগিতা করতে যেসব মনীষী এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। এই দুই মনীষীর প্রচেষ্টায় বাঙালি মুসলমান পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার বিষয়ে উৎসাহিত হয়। বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রপথিকদ্বয় যেমন মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন তেমন আমীর আলী তাদের রাজনীতি সচেতন করারও পক্ষে ছিলেন। তাদের প্রভাবে প্রেরণায় মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনার ও জাগরণের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নওয়াব আব্দুল লতিফ কত খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক) ১৮২৬ খ) ১৮২৭ গ) ১৮২৮ ঘ) ১৮৪৯

২। নওয়াব আব্দুল লতিফকে সরকার "খান বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন কেন?
ক) তাঁর মানবীয় গুনাবলীর খ) কর্ম জীবনের কৃতিত্বের জন্য গ) তার সাহসিকতার জন্য ঘ) তার সৃজনশীলতার জন্য

৩। মোহামেডন লিটারারি সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ খ) ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ গ) ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ ঘ) ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ

৪। নওয়াব আবুল লতিফের কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i) মুসলমানদের প্রতি সরকারের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব দূর করা
ii) শিক্ষায় মুসলমানদের অগ্রগতি সাধন করা
iii) হিন্দু মুসলিম মৈত্রী স্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। সৈয়দ আমীর আলী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন?
ক) লন্ডনের লিঙ্কন্স ইন খ) ঢাকা ল কলেজ গ) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) প্রেসিডেন্সি কলেজ

৬। ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে যে গ্রন্থে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i) *The Prophet Mohammad (sm)* ii) *The Spirit of Islam* iii) *A Short History of the Saracens*
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ বেগম রোকেয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বেগম রোকেয়ার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- নারী শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়ার অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পায়রাবন্দ, অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল, উর্দু প্রাইমারি স্কুল, আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম, মুসলিম মহিলা সমিতি

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া

বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। তারা সব ধরনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজ ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। মুসলমান মেয়েদের এই বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যিনি আহবান জানান তিনি বেগম রোকেয়া। এই মহীয়সী নারীর জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। মায়ের নাম মোসাম্মৎ বাহাতন্নেসা সাবেরা চৌধুরী। ঐ অঞ্চলে সাবের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশিন। বেগম রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইবরাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁকে পড়াশোনা করতে হতো গভীর রাতে, যাতে বাড়ির লোক টের না পায়।বড় ভাইয়ের একান্ত উৎসাহে তিনি উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। স্কুলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

সাহিত্য চর্চার বিষয়বস্তুও ছিল নারী সমাজকে নিয়ে। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা– বঞ্চনার করুণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। যা উপলব্ধি করেছেন, তা-ই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করুণ দশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা। বেগম রোকেয়ার লিখিত গ্রন্থ অবরোধ বাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতিতে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহিত জীবনে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞান চর্চায় উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জীবনের বাকি সময় নারী শিক্ষা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নিত হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বেগম রোকেয়া নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

মুসলমান নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার মনে নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ছিল তীব্র বিদ্রোহের সুর। তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এই মহীয়সী নারী কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বেগম রোকেয়া যে ধর্মীয়, সামাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন তার উপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাঙালি মুসলিম নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া ছোট বেলা থেকেই নারীকে পর্দা প্রথার নামে বন্দি করে রেখে তার ব্যক্তিত্বের প্রতি অবমাননা তাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে। ধর্মের নামে এই আচরণের ফলে মেয়েরা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি লেখা পড়া করাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বাঙালি মুসলমান নারী সমাজকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেন। বড় ভাই বোন এবং পরে স্বামীর সহযোগিতায় লেখা পড়া শিখে নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নারী শিক্ষা নারী জাগরণের জন্য কাজ করে গেছেন। বাঙালি মুসলমান নারী সমাজ তাঁদের আজকের প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং ঋণী, তিনি বেগম রোকেয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বেগম রোকেয়া কোন জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
ক) ভাগলপুর খ) রংপুর
গ) বগুড়া ঘ) দিনাজপুর

২। বেগম রোকেয়ার সময়কালে মেয়েরা কেমন ছিল? (অনুধাবন)
ক) উগ্র মানসিকতা সম্পন্ন খ) লাজুক প্রকৃতির
গ) অত্যন্ত পর্দানশীন ঘ) ভীরু প্রকৃতির

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
রফিজা সমাজের কুসংস্কার ও অশিক্ষা দূর করতে কাজ করেন। তার স্বামী এতে সহযোগিতা করেন।

৩। রফিজার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র–
ক) লীলা নাগ খ) লক্ষ্মী বাঈ
গ) বেগম রোকেয়া ঘ) প্রীতিলতা

৪। তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন–
ক) পর্দাপ্রথা মানতে খ) নারী মুক্তি আনয়নে
গ) গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকতে ঘ) বিলাসিতা করতে

৫। মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত কাকে বলা হয়?
ক) মাদার তেরেসা খ) বেগম রোকেয়া
গ) সুলতানা রাজিয়া ঘ) বেগম ফয়জুন্নেসা

৬। বেগম রোকেয়া যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। (অনুধাবন)
i) বাংলা ভাষায় ii) ইংরেজি ভাষায়
iii) আরবি ভাষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ ঃ ১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ ঃ ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫. ঘ ৬. গ ৭. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ ঃ ১. গ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. ক ৬. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ ঃ ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. খ ৬. ক